বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা

শঙ্কু মহারাজ রচিত
জাহ্নবী চিত্রমের ছবি
চণ্ডীমাতা ফিল্মস
পরিবেশিত

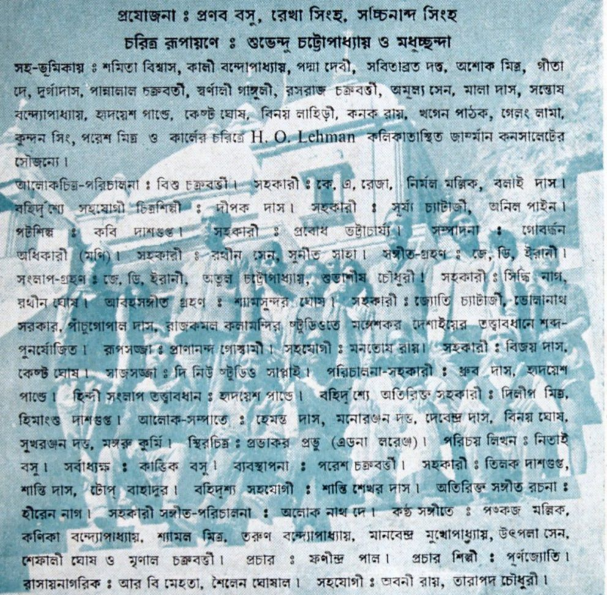

প্রযোজনা ঃ প্রণব বসু, রেখা সিংহ, সচ্চিনান্দ সিংহ

চরিত্র রূপায়ণে ঃ শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও মধুচ্ছন্দা

সহ-ভূমিকায় ঃ শমিতা বিশ্বাস, কালী বন্দোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী, সবিতাব্রত দত্ত, অশোক মিত্র, গীতা দে, দুর্গাদাস, পান্নালাল চক্রবর্তী, স্বর্ণালী গাঙ্গুলী, রসরাজ চক্রবর্তী, অমূল্য সেন, মালা দাস, সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃদয়েশ পাণ্ডে, কেষ্ট ঘোষ, বিনয় লাহিড়ী, কনক রায়, খগেন পাঠক, গেলং লামা, কুন্দন সিং, পরেশ মিত্র ও কার্লের চরিত্রে H. O. Lehman কলিকাতাস্থিত জার্ম্মান কনসালেটের সৌজন্যে।

আলোকচিত্র-পরিচালনা ঃ বিশু চক্রবর্ত্তী। সহকারী ঃ কে. এ. রেজা, নির্মল মল্লিক, বলাই দাস। বহির্দৃশ্যে সহযোগী চিত্রশিল্পী ঃ দীপক দাস। সহকারী ঃ সূর্য্য চ্যাটার্জী, অনিল পাইন। পটশিল্প ঃ কবি দাশগুপ্ত। সহকারী ঃ প্রবোধ ভট্টাচার্য্য। সম্পাদনা ঃ গোবর্দ্ধন অধিকারী (মণি)। সহকারী ঃ রথীন সেন, সুনীত সাহা। সঙ্গীত-গ্রহণ ঃ জে, ডি, ইরানী। সংলাপ-গ্রহণ ঃ জে, ডি, ইরানী, অতুল চট্টোপাধ্যায়, শুভাশীষ চৌধুরী! সহকারী ঃ সিদ্ধি নাগ, রথীন ঘোষ। আবহসঙ্গীত গ্রহণ ঃ শ্যামসুন্দর ঘোষ। সহকারী ঃ জ্যোতি চ্যাটার্জী, ভোলানাথ সরকার, পাঁচুগোপাল দাস, রাজকমল কলামন্দির স্টুডিওতে মঙ্গেশকর দেশাইয়ের তত্ত্বাবধানে শব্দ-পুনর্যোজিত। রূপসজ্জা ঃ প্রাণানন্দ গোস্বামী। সহযোগী ঃ মনতোষ রায়। সহকারী ঃ বিজয় দাস, কেষ্ট ঘোষ। সাজসজ্জা ঃ দি নিউ স্টুডিও সাপ্লাই। পরিচালনা-সহকারী ঃ ধ্রুব দাস, হৃদয়েশ পাণ্ডে। হিন্দী সংলাপ তত্ত্বাবধান ঃ হৃদয়েশ পাণ্ডে। বহির্দৃশ্যে অতিরিক্ত সহকারী ঃ দিলীপ মিত্র, হিমাংশু দাশগুপ্ত। আলোক-সম্পাতে ঃ হেমন্ত দাস, মনোরঞ্জন দত্ত, দেবেন্দ্র দাস, বিনয় ঘোষ, সুখরঞ্জন দত্ত, মঙ্গরু কুর্মি। স্থিরচিত্র ঃ প্রভাকর প্রভু (এডনা লরেঞ্জ)। পরিচয় লিখন ঃ নিতাই বসু। সর্বাধ্যক্ষ ঃ কাত্তিক বসু। ব্যবস্থাপনা ঃ পরেশ চক্রবর্ত্তী। সহকারী ঃ তিলক দাশগুপ্ত, শান্তি দাস, টোপ্ বাহাদুর। বহির্দৃশ্য সহযোগী ঃ শান্তি শেখর দাস। অতিরিক্ত সঙ্গীত রচনা ঃ হীরেন নাগ। সহকারী সঙ্গীত-পরিচালনা ঃ অলোক নাথ দে। কণ্ঠ সঙ্গীতে ঃ পঙ্কজ মল্লিক, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, শেফালী ঘোষ ও মৃণাল চক্রবর্ত্তী। প্রচার ঃ ফণীন্দ্র পাল। প্রচার শিল্পী ঃ পূর্ণজ্যোতি। রাসায়নাগরিক ঃ আর বি মেহতা, শৈলেন ঘোষাল। সহযোগী ঃ অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ভারত সরকার। ইণ্ডিয়ান মাউন্টেনিং ফেডারেশন। রোহিনী মোহন চক্রবর্ত্তী। জেলা-শাসক, উত্তর কাশী। কর্ণেল এস, পি, যোশী। অধ্যক্ষ নেহেরু ইন্‌ষ্টিটিউট অব্ মাউন্টেনীয়ারিং। কে, পি, শর্মা। গঙ্গোত্রী মন্দির কমিটি। ভরত মন্দির কমিটি। একে রাজদান (সহকারী তথ্য অধিকর্ত্তা) সুধীর কুমার এণ্ড কোং। হিমালয়ান ফেডারেশন। জেলা শাসক ২৪ পরগণা। রথীন দাশগুপ্ত। পর্বতারোহী অমল্য সেন, প্রাণেশ চক্রবর্ত্তী জ্যোতির্ময় ঘোষ, পরিতোষ চৌধুরী।

বিগলিত করুণা
জাহ্নবী যমুনা

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ হীরেন নাগ। সঙ্গীত ঃ পঙ্কজ মল্লিক।

সর্বাধ্যক্ষ ও শিল্প-নির্দেশ ঃ কাত্তিক বসু

ইন্দ্রপুরী স্টুডিও এবং স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে গৃহীত
ও ইণ্ডিয়া ফিল্মল্যারেটারীজ ও ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটারীজে পরিস্ফুটিত।
দি প্রিন্টোরিয়েন্ট ৩২/১৩ বি, বিডন ষ্ট্রীট, কলিঃ-৬ হইতে মুদ্রিত।

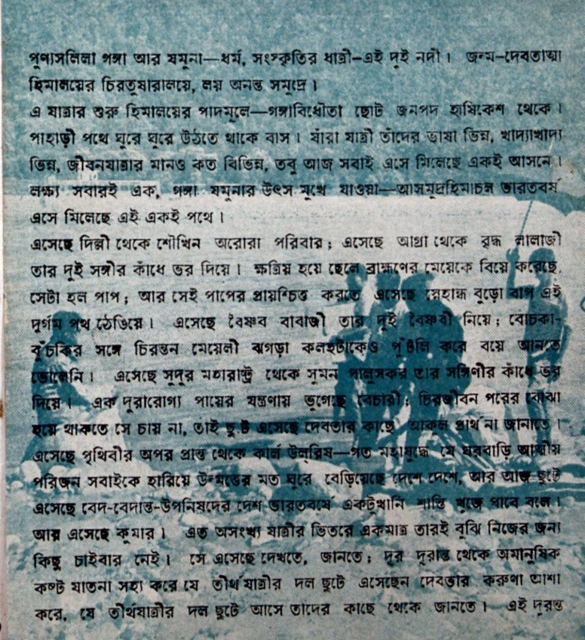

পুণ্যসলিলা গঙ্গা আর যমুনা—ধর্ম, সংস্কৃতির ধাত্রী—এই দুই নদী। জন্ম—দেবতাত্মা হিমালয়ের চিরতুষারালয়ে, লয় অনন্ত সমুদ্রে।

এ যাত্রার শুরু হিমালয়ের পাদমূলে—গঙ্গাবিধৌতা ছোট জনপদ হৃষিকেশ থেকে। পাহাড়ী পথে ঘুরে ঘুরে উঠতে থাকে বাস। যাঁরা যাত্রী তাঁদের ভাষা ভিন্ন, খাদ্যাখাদ্য ভিন্ন, জীবনযাত্রার মানও কত বিভিন্ন, তবু আজ সবাই এসে মিলেছে একই আসনে। লক্ষ্য সবারই এক, গঙ্গা যমুনার উৎস মুখে যাওয়া—আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষ এসে মিলেছে এই একই পথে।

এসেছে দিল্লী থেকে শৌখিন অরোরা পরিবার; এসেছে আগ্রা থেকে বৃদ্ধ লালাজী তার দুই সঙ্গীর কাঁধে ভর দিয়ে। ক্ষত্রিয় হয়ে ছেলে ব্রাহ্মণের মেয়েকে বিয়ে করেছে, সেটা হল পাপ; আর সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছে স্নেহান্ধ বুড়ো বাপ এই দুর্গম পথ ঠেঙিয়ে। এসেছে বৈষ্ণব বাবাজী তার দুই বৈষ্ণবী নিয়ে; বোঁচকা-বুঁচকির সঙ্গে চিরন্তন মেয়েলী ঝগড়া কলহটাকেও পুঁটলি করে বয়ে আনতে ভোলেনি। এসেছে সুদূর মহারাষ্ট্র থেকে সুমন পালুসকর তার সঙ্গিনীর কাঁধে ভর দিয়ে। এক দুরারোগ্য পায়ের যন্ত্রণায় ভুগেছে বেচারী; চিরজীবন পরের বোঝা হয়ে থাকতে সে চায় না, তাই ছুটে এসেছে দেবতার কাছে আকুল প্রার্থনা জানাতে। এসেছে পৃথিবীর অপর প্রান্ত থেকে কার্ল উলরিষ—গত মহাযুদ্ধে যে ঘরবাড়ি আত্মীয় পরিজন সবাইকে হারিয়ে উন্মত্তের মত ঘুরে বেড়িয়েছে দেশে দেশে, আর আজ ছুটে এসেছে বেদ-বেদান্ত-উপনিষদের দেশ ভারতবর্ষে একটুখানি শান্তি খুঁজে পাবে বলে। আর এসেছে কুমার। এত অসংখ্য যাত্রীর ভিতরে একমাত্র তারই বুঝি নিজের জন্য কিছু চাইবার নেই। সে এসেছে দেখতে, জানতে; দূর দূরান্ত থেকে অমানুষিক কষ্ট যাতনা সহ্য করে যে তীর্থযাত্রীর দল ছুটে এসেছেন দেবতার করুণা আশা করে, যে তীর্থযাত্রীর দল ছুটে আসে তাদের কাছে থেকে জানতে। এই দুরন্ত

জিজ্ঞাসা তাকেও ছুটিয়ে নিয়ে এসেছে এই পথে। কেন এই যুগযুগান্তের তীর্থযাত্রা? শুধুই কি দেবতার অনুগ্রহ লাভ? পুণ্যার্জন? না আরও কিছু, যা চাওয়ার অতীত, যা পাওয়ারও উর্ধ্বে—যা একান্তই বোধের, আত্মিক উপলব্ধির? পথে যেতে যেতে হঠাৎ দেখা সেই মারাঠি মেয়েটির সঙ্গে—সুমন পালুসকর।

তীর্থের পথ চলাটাই যেখানে একমাত্র লক্ষ্য—সেই চলার পথেই মাঝে মাঝে দেখা হতে লাগলো দুজনের—আর একটু একটু করে সুমন তার স্পর্শকাতর মনটিকে মেলে দিতে লাগলো এই ভিন্‌দেশী বন্ধুর কাছে।

দূর থেকে দেখা যায় সূর্যালোকে ঝলসে ওঠা বন্দরপুছের তুষার শিখরের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা যমুনোত্রী মন্দির। শ্রান্ত অবসন্ন যাত্রীদল নতুন উদ্দীপনায় সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে—ছুটে চলে পাহাড়ী চড়াই বেয়ে দেবী-মূর্তির পায়ে ক্লান্ত দেহটাকে লুটিয়ে দেবে বলে। শুধু সুমনই এ প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়েছে—তার শেষ শক্তিটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেছে, এই শেষ ক'টি পাথরের ধাপ বেয়ে ওঠার শক্তিটুকুও সে হারিয়ে ফেলেছে। তবে কী সে দেব-করুণা লাভ করবার যোগ্য নয়, তবে কী বাকি জীবন তাকে পঙ্গু হয়েই কাটাতে হবে? নিদারুণ মানসিক গ্লানিতে সে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় উন্মত্তা ফেনিলোচ্ছলা যমুনার তুষার শীতলে। তাকে রক্ষা করে কুমার। ঠিক মুহূর্তটিতে সে ছুটে এসেছে সুমনকে তার মানসিক অবসাদ থেকে রক্ষা করতে। কেন সুমন হতাশ হয়ে পড়েছে! পৃথিবীতে তারই মত লক্ষ লক্ষ অক্ষম অশক্ত মানুষ বেঁচে রয়েছে, তাদের জীবনেও হাসি আছে গান আছে, বেঁচে থাকবার স্বপ্ন আছে। তাদের মধ্যে কেউ হয়তো কবি, কেউ শিল্পী, কেউ বৈজ্ঞানিক, তাদের জীবন তো ব্যর্থ হয়ে যায়নি! মনে শুধু সাহস আনতে হবে সুমনকে—আর একবার চেষ্টা করতে হবে—দুর্জয় সঙ্কল্প নিয়ে আর একটি বার চেষ্টা করে যেতে হবে—তবে সে ও পারবে, নিশ্চয় পারবে—তার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে না।

ক্লান্ত বেপথু সুমনের শিরায় শিরায় যেন অগ্নিস্রোত বয়ে গেল। দেহের শেষ শক্তিটুকু দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল, পাথুরে পথ এগিয়ে গেল তারপর চিৎকার করে বলে উঠল, আমিও পেরেছি। আমিও পেরেছি, আমার সব যন্ত্রণার অবসান হয়ে গেছে।

যমুনোত্রী তীর্থ সমাপ্ত; এবার যাত্রা গঙ্গা উপত্যকা ধরে গঙ্গোত্রী এবং হীমতীর্থ গোমুখীর দিকে। পথের পরিবর্ত্তন ঘটেছে; পরিবর্ত্তন ঘটেছে পথে পরিচিত সহযাত্রীদের ভেতরও। সেই স্নেহান্ধ পিতা বৃদ্ধ লালাজী হারিয়ে গেলেন চিরকালের মত, হিমালয়-তীর্থপথের ধারেই রচিত হয়েছে তার শেষ শয্যা। ফিরে গেছেন অরোরা পরিবার দিল্লীতে; আর তাদেরই ছোট্ট মেয়ে মুন্নীকে হারিয়ে পাগলের মত হয়ে গেছে সুদূর জার্মানীর উদাসী দার্শনীক কার্ল উলরিখ্। প্রিয়জন বন্ধুজন সবাইকে হারিয়ে পৃথিবীটাই যার কাছে হয়ে উঠেছিল অর্থহীন, যে নতুন করে জীবনের তাৎপর্য খুঁজে পেয়েছিল ছোট্ট মুন্নির সান্নিধ্যে—আজ মুন্নিকে হারিয়ে জীবনের শেষ অবলম্বনটুকুও যেন সে হারিয়ে ফেলেছে।

এগিয়ে চলেছে শুধু সুমন আর কুমার। অভীষ্ট লক্ষ্য যত কাছে এগিয়ে আসছে কুমারের মনের জিজ্ঞাসা তত তীব্র হয়ে তাকে জর্জ্জরিত করে দিচ্ছে। কি পেলাম এতদিনে, এই কষ্টের শেষে? কী পেতে এসেছিলাম?

দূরে দেখা যায় গঙ্গোত্রী মন্দিরের উজ্জ্বল স্বর্ণপ্রস্ত শীর্ষদেশ—নীচে ভীমবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন গঙ্গা, ভগীরথ শিলায় হারিয়ে যাচ্ছেন মহাদেবের জটায় অন্তহীন গভীরে। এই কী তবে তীর্থের শেষ। এই কী সব চাওয়ার শেষ! কই, মনে তবু কেন সেই জ্বলন্ত প্রশ্নটা? কেন সবাই ছুটে আসে এই পথে? কী পেতে? কোথায় সে উত্তর পাওয়া যাবে?

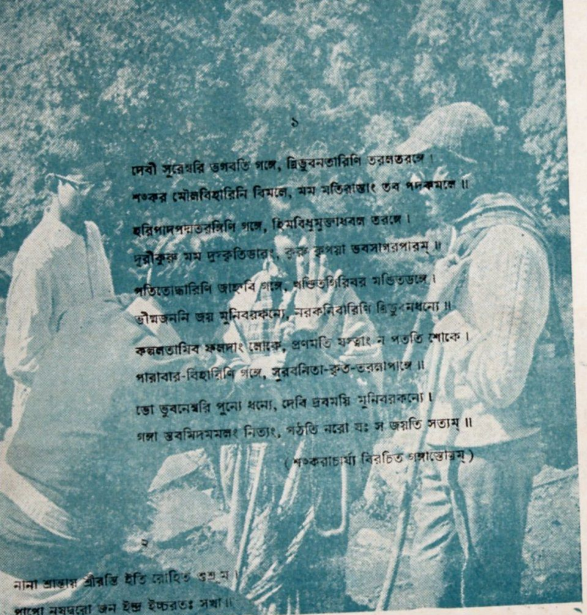

১

দেবী সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে, ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে ।
শঙ্কর মৌলিবিহারিণি বিমলে, মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে ॥
হরিপাদপদ্মতরঙ্গিণি গঙ্গে, হিমবিধুমুক্তাধবল তরঙ্গে ।
দূরীকুরু মম দুস্কৃতিভারং, কুরু কৃপয়া ভবসাগরপারম্ ॥
পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, খণ্ডিতগিরিবর মণ্ডিতভঙ্গে ।
ভীষ্মজননি জয় মুনিবরকন্যে, নরকনিবারিণি ত্রিভুবনধন্যে ॥
কল্পলতামিব ফলদাং লোকে, প্রণমতি যস্ত্বাং ন পততি শোকে ।
পারাবার-বিহারিণি গঙ্গে, সুরবনিতা-কৃত-তরলাপাঙ্গে ॥
ভো ভুবনেশ্বরি পুন্যে ধন্যে, দেবি দ্রবময়ি মুনিবরকন্যে ।
গঙ্গা স্তবমিদমমলং নিত্যং, পঠতি নরো যঃ স জয়তি সত্যম্ ॥

(শঙ্করাচার্য্য বিরচিত গঙ্গাস্তোত্রম্)

২

নানা শ্রান্তায় শ্রীরস্তি ইতি রোহিত শুশ্রুম ।
পাপো নৃষদ্বরো জন ইন্দ্র ইচ্চরতঃ সখা ॥
চরৈবেতি চরৈবেতি—

পুষ্পিণৌ চরণে জঙ্ঘে ভূষ্ণুরাত্মা ফলগ্রহিঃ ।
শেরেহস্য সর্বে পাপানঃ শ্রমেণ প্রপথে হতাঃ
চরৈবেতি চরৈবেতি—

আস্তে ভগ আসীনস্যোর্ধ্বস্তিষ্ঠতি তিষ্ঠতঃ ।
শে তে নিপদ্যমানস্য চরাতি চরতো ভগঃ ॥
চরৈবেতি চরৈবেতি—

কলি শয়ানো ভবতি সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ ।
উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি কৃতং সম্পদ্যতে চরন্
চরৈবেতি চরৈবেতি—

চরন্ বৈ মধু-বিন্দতি চরন্ স্বাদুমুদুম্বরম্ ।
সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরন্ ॥
চরৈবেতি চরৈবেতি—

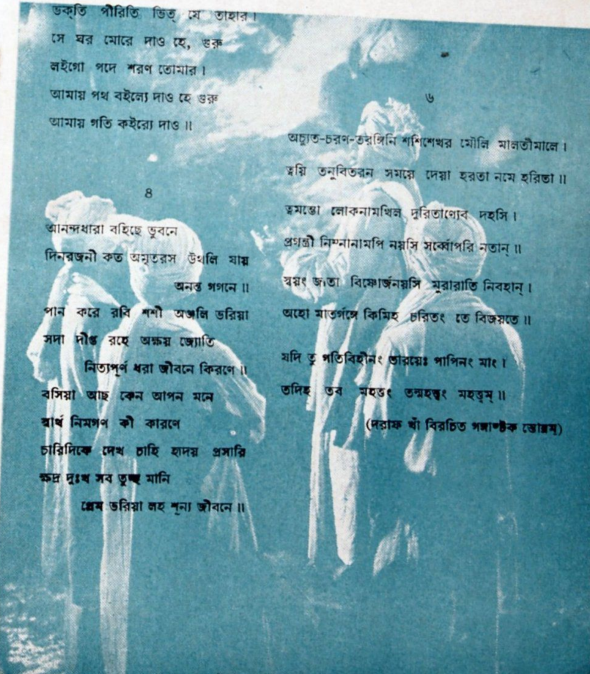

গুরু হে, আমায় পার কইর‍্যা নাও ।
আমি ঘুইর‍্যা ঘুইর‍্যা হইলাম সারা
দিশা নাই গো কোথাও ।
আমায় পথ বইল্যা দাও হে গুরু
গতি কইর‍্যা নাও ॥
আমি মানব-জনম খুঁইজ্যা মলাম
ঘরের নাগাল পেলাম না ।
ঘর বিহনে পরান আমার
তোমার দোসর হইল না ॥
পঞ্চভুতে গড়া এ ঘর
ভক্‌তি পীরিতি ভিত্ যে তাহার ।
সে ঘর মোরে দাও হে, গুরু
লইগো পদে শরণ তোমার ।
আমায় পথ বইল্যে দাও হে গুরু
আমায় গতি কইর‍্যো দাও ॥

৪

আনন্দধারা বহিছে ভুবনে
দিনরজনী কত অমৃতরস উথলি যায়
অনন্ত গগনে ॥
পান করে রবি শশী অঞ্জলি ভরিয়া
সদা দীপ্ত রহে অক্ষয় জ্যোতি
নিত্যপূর্ণ ধরা জীবনে কিরণে ॥
বসিয়া আছ কেন আপন মনে
স্বার্থ নিমগণ কী কারণে
চারিদিকে দেখ চাহি হৃদয় প্রসারি
ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি
প্রেম ভরিয়া লহ শূন্য জীবনে ॥

৫

মহাবিশ্বে মহাকাশে, মহাকাল-মাঝে,
আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে ভ্রমি বিস্ময়ে ॥
তুমি আছ, বিশ্বনাথ, অসীম রহস্য মাঝে
নীরবে একাকী আপন মহিমা নিলয়ে ॥
অনন্ত এ দেশকালে, অগণ্য এ দীপ্তলোকে,
তুমি আছ মোরে চাহি,—আমি চাহি তোমা পানে ।
স্তব্ধ-সর্ব কোলাহল শান্তিমগ্ন চরাচর—
এক তুমি, তোমা মাঝে আমি একা নির্ভয়ে ॥

৬

অচ্যুত-চরণ-তরঙ্গিনি শশিশেখর মৌলি মালতীমালে ।
ত্বয়ি তনুবিতরন সময়ে দেয়া হরতা নমে হরিতা ॥
ত্বমন্তো লোকনামখিল দুরিতাগ্যেব দহসি ।
প্রগল্ভৌ নিম্নানামপি নয়সি সর্ব্বোপরি নতান্ ॥
স্বয়ং জাতা বিক্ষোর্জ্জনয়সি মুরারাতি নিবহান্ ।
অহো মাতর্গঙ্গে কিমিহ চরিতং তে বিজয়তে ॥
যদি তু পতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং ।
তদিহ তব মহত্তং তন্মহত্বং মহত্ত্বম্ ॥

(দরাফ খাঁ বিরচিত গঙ্গাষ্টক স্তোত্রম্)

সুচিত্রা·উত্তম
অভিনীত
তারাশঙ্কর রচিত
সবাক চিত্রশিল্প প্রাইভেট লিমিটেডের

হার মানা হার

পরিচালনা·সলিলসেন
সঙ্গীত·সুধীন দাশগুপ্ত

প্রতিভা ক্রিয়েসন্সের
বিমল মিত্র রচিত

শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

সৌমিত্র·অপর্ণা
পরিচালনা·সলিল দত্ত
সঙ্গীত·মান্না দে

চণ্ডীমাতা ফিল্মসের যে সব ছবি আসছে

সরকার ফিল্মসের

সোনার খাঁচা

উত্তম·অপর্ণা
নির্মল·সুব্রতা
কণিকা প্রভৃতি
পরিচালনা·অগ্রদূত
সঙ্গীত·বীরেশ্বর সরকার

জাহ্নবী চিত্রমের নিবেদন
সমরেশ বসু রচিত

ছুটির ফাঁদে

শ্রেঃ উত্তমকুমার
পরিচালনা·সলিলসেন